মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

বিষয়: ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়ার ওপর অংশীজনের মতামত গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের সরকারি সাত কলেজের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত 'ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি' স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উক্ত খসড়া অধ্যাদেশটি চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, ds_univ1@moedu.gov.bd ই-মেইল অথবা সিনিয়র সহকারী সচিব, সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৭ তলা, ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর আগামী ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

24/09/2025
(নাঈমা খন্দকার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫৬০০১১৪
ই-মেইল: ds_univ1@moedu.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটি-শাখা

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৯.২২.৫০৯.২০২৫-৪৩৭

তারিখ: ০৯ আশ্বিন ১৪৩২
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলা নগর আগারগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩. অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা ও প্রশাসক, সরকারি ০৭(সাত) কলেজের অন্তর্বর্তী প্রশাসন
৪. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৬. অফিস কপি।

24/09/2025
(নাঈমা খন্দকার)
সিনিয়র সহকারী সচিব

**অধ্যাদেশ নং. .........২০২৫**

## ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনকল্পে আনীত অধ্যাদেশ, ২০২৫

যেহেতু উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সহিত সংগতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞানচর্চা, পঠন-পাঠনের সুযোগ সম্প্রসারণ ও ঢাকা মহানগরের সরকারি সাতটি কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নতিকরণ প্রয়োজন এবং সাতটি কলেজের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি পৃথকীকরণ করিয়া ঢাকা জেলায় ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নামে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এতদ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ জারি করিলেন:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই অধ্যাদেশ ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫;
(খ) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ ধারা-৩ এর অধীন স্থাপিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি;
(গ) "ইন্টারডিসিপ্লিনারি" অর্থ আন্তঃবিষয়ক অধ্যয়ন যাহা জ্ঞানের একাধিক ডিসিপ্লিনকে একত্রিত করিয়া থাকে এমন ব্যবস্থা;
(ঘ) "হাইব্রিড পদ্ধতি" অর্থ সশরীরে এবং ভার্চুয়ালি উভয় পদ্ধতি;
(ঙ) "অর্গানোগ্রাম" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো;
(চ) "স্কুল" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল;
(ছ) "ডিসিপ্লিন" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় এমন একটি বিষয়ের সকল শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত ডিসিপ্লিন;
(জ) "কমিশন" অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P.O. No. 10 of 1973) এর অধীন গঠিত University Grants Commission of Bangladesh;
(ঝ) "কমিশন আদেশ" অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P.O. No. 10 of 1973);

(ঞ) "অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল" অর্থ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ৯নং আইন) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল;

(ট) "সার্চ কমিটি" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগের জন্য নামের তালিকা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গঠিত সার্চ কমিটি;

(ঠ) "আচার্য" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য;

(ড) "উপাচার্য" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য;

(ঢ) "উপ-উপাচার্য" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য;

(ণ) "ট্রেজারার" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার;

(ত) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা-১৮ তে উল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষ;

(থ) "সিন্ডিকেট" অর্থ ধারা-১৯ এর অধীনে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট;

(দ) "একাডেমিক কাউন্সিল' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল;

(ধ) "সিলেকশন বোর্ড" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত বোর্ড;

(ন) "অর্থ কমিটি" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটি;

(প) "হেড অব স্কুল" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলের প্রধান;

(ফ) "শিক্ষক" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত অন্য কোনো ব্যক্তি;

(ব) "শিক্ষার্থী" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একাডেমিক প্রোগ্রামে নিবন্ধিত শিক্ষার্থী;

(ভ) "কর্মচারী" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

(ম) "রেজিস্ট্রার" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার;

(য) "প্রক্টর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর;

(র) "ডিসিপ্লিন কোর্ডিনেটর" অর্থ কোনো একাডেমিক ডিসিপ্লিনের সমন্বয়ক;

(ল) "এলামনাই" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এসোসিয়েশনের সদস্য;

(শ) "আইকিউএসি" অর্থ ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল;

(ষ) "সংবিধি" অর্থ ধারা-৩৭ এর অধীন প্রণীত সংবিধি;

(স) "বিধিমালা" অর্থ ধারা-৩৮ এর অধীন প্রণীত বিধিমালা; এবং

(হ) "প্রবিধানমালা" অর্থ ধারা-৩৯ এর অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা।

৩। **বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।-** (১) ঢাকা মহানগরের (ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ) সাতটি কলেজের অবকাঠামো ও ক্যাম্পাস স্থায়ীভাবে দিনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (দুপুর ০১:০০ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ০৭:০০ ঘটিকা) ব্যবহার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণের সমন্বয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ধারাবাহিকতা, মনোগ্রাম ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে

রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি একাডেমিক ক্যাম্পাস থাকিবে, অর্থাৎ সাতটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি ক্যাম্পাস হিসাবে পরিচিত হইবে। যেমন: ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, তিতুমীর কলেজ ক্যাম্পাস এবং ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, ইডেন মহিলা কলেজ ক্যাম্পাস ।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক কেন্দ্র, অডিটোরিয়াম এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র একটি স্বতন্ত্র স্থান হইতে পরিচালিত হইবে।

(৬) ইহা একটি ইন্টারডিসিপ্লিনারি বিশ্ববিদ্যালয় হইবে।

(৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ঢাকা মহানগরের সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পাসের পরীক্ষাগারসহ অন্যান্য সমজাতীয় সুযোগসুবিধা প্রয়োজনে শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৪। **সকলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত।-** (১) এই বিশ্ববিদ্যালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সকল শ্রেণির দেশি ও বিদেশি উপযুক্ত শিক্ষার্থীর ভর্তি, জ্ঞানার্জন এবং ডিগ্রি সমাপনের পর সনদ প্রাপ্তির জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাইবে।

৫। **বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।-** এই অধ্যাদেশ এবং 'কমিশন আদেশ' এর বিধান সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেকোনো শাখায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান, গবেষণা, জ্ঞানের সৃজন, উৎকর্ষ সাধন ও বিতরণের ব্যবস্থা করা;

(খ) কর্মদক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য, আধুনিক প্রযুক্তি, পেশা, বৃত্তি ও অর্থনৈতিক চাহিদার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্স প্রণয়ন ও পরিচালনা করা;

(গ) ডিসিপ্লিনের শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যক্রমে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং সংবিধির শর্তানুযায়ী গবেষণা কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছেন এমন ব্যক্তিগণের অধ্যয়নকৃত বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন এবং ডিগ্রি প্রদান করা;

(ঙ) সংবিধিতে বিধৃত পদ্ধতিতে সম্মানসূচক ডিগ্রি বা অন্য কোনো সম্মাননা প্রদান করা;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে তৎকর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় দেশে-বিদেশে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ছ) কমিশনের অনুমোদনক্রমে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক, সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ও ইমেরিটাস অধ্যাপকের পদসহ গবেষক ও কর্মচারীর যেকোনো পদ সৃষ্টি করা এবং সংশ্লিষ্ট সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিবর্গকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সেই সকল পদে নিয়োগ প্রদান করা;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে কমিশনের অনুমোদনক্রমে প্রতিটি ডিসিপ্লিনে সর্বোচ্চ দুই জনকে মেধাক্রম অনুযায়ী শিখন সহকারি (টিচিং এসিস্টেন্ট) হিসাবে সর্বোচ্চ দুই সেমিস্টারের জন্য নিযুক্ত করা এবং বিধি মোতাবেক সম্মানী প্রদান করা;

(ঝ) মেধার স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ, সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা অনুযায়ী ফেলোশিপ, স্কলারশিপ, পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন এবং বিতরণ করা;

(ঞ) কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক মিউজিয়াম, পরীক্ষাগার, স্কুল, ডিসিপ্লিন, বিজনেস ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা বা ক্ষেত্রমত রক্ষণাবেক্ষণ, সম্প্রসারণ, একত্রীকরণ ও বিলোপ সাধন করা;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য গবেষণা-বান্ধব পরিবেশ এবং তাঁহাদেরকে গবেষণা-কর্মে উদ্বুদ্ধ করা;

(ঠ) শিক্ষার্থীদের নৈতিক উন্নতিসাধন ও একাডেমিক শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, পাঠ্যক্রম সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করা;

(ড) শিক্ষার্থীদের জীবনদক্ষতার উন্নয়নসহ মাতৃভাষা ও আন্তর্জাতিক ভাষায় প্রকাশ ক্ষমতার বিকাশে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঢ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি ধার্য ও আদায় করা;

(ণ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে অ্যালামনাই বা বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অনুদান ও বৃত্তি গ্রহণ করা, কমিশন ও সরকারের অনুমতিক্রমে, দেশি ও বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অনুদান ও বৃত্তি গ্রহণ করা;

(ত) বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া, সম্পাদনকৃত চুক্তি বাস্তবায়ন করা, চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করা অথবা চুক্তি বাতিল করা;

(থ) শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য পুস্তক ও নিয়মিত জার্নাল প্রকাশ করা এবং দেশে-বিদেশে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত এ বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা করা;

(দ) শিক্ষা ও গবেষণার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প-কারখানার যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ধ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজ সম্পৃক্ততা কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা;

(ন) শিক্ষা ও গবেষণাকে বিশ্বমানে উন্নীত করিবার লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের শর্তাবলি প্রতিপালন এবং অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলসহ বিদেশের সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকর ও ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(প) শিক্ষার গুণগত মান সুষমকরণ ও উন্নয়নকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সুষম আনুপাতিক হার সংরক্ষণ, সমৃদ্ধ ভৌত ও ভার্চুয়াল লাইব্রেরি ও পরীক্ষাগারের ব্যবস্থাকরণ, উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা;

(ফ) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্রমাগত আধুনিকায়নের জন্য কাজ করা;

(ব) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একাডেমিক দক্ষতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ভ) শিক্ষা ও গবেষণার মান সুষমকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন করা;

(ম) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সকল শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করিবার কাজে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরিদ্র, মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বা শিক্ষা সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা;

(য) কমিশনের অনুমোদনক্রমে ও তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে কোনো শিক্ষক বা গবেষক ও বিশেষজ্ঞকে চুক্তিভিত্তিক, খণ্ডকালীন বা অন্য কোনোভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের বেতন বা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা এবং কোন বিদেশি নাগরিককে এই সকল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা;

(র) কমিশনের অনুমোদনক্রমে ও তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে সকল ধরনের নিয়োগ ও যানবাহন ক্রয় করা;

(ল) অবকাঠামোগত সুবিধাদি বিবেচনায় নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে ও তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এই অধ্যাদেশে উল্লেখ নেই এমন একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু করা;

(শ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজকর্ম সম্পাদন করা।

৬। **(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ভৌত কাঠামো:-**

(ক) সাতটি কলেজ ক্যাম্পাসকে চারটি স্কুল যেমনঃ স্কুল অব সাইন্সেস, স্কুল অব আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিজ, স্কুল অব বিজনেস স্টাডিজ এবং স্কুল অব ল এন্ড জাস্টিস এ বিভক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

**(খ) স্কুল অব সাইন্সেসঃ** স্কুলটি ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাস, ইডেন মহিলা কলেজ ক্যাম্পাস ও বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ ক্যাম্পাসে পরিচালিত হইবে।

(i) ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসে এপ্লায়েড ম্যাথম্যাটিক্স, জুলোজি, ড্যাটা সাইন্স, বায়োকেমিস্ট্রি ও বায়োটেকনোলজি ডিসিপ্লিন চালু করা যাইবে।

(ii) ইডেন মহিলা কলেজ ক্যাম্পাসে ফিজিক্স, এপ্লায়েড কেমেস্ট্রি, বোটানি, ফরেনসিক সাইন্স ডিসিপ্লিন চালু করা যাইবে।

(iii) বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ ক্যাম্পাসে সাইকোলজি, এনভায়রোনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিন চালু করা যাইবে।

(গ) **স্কুল অব আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিজ**: স্কুলটি সরকারি বাঙলা কলেজ ক্যাম্পাসে পরিচালিত হইবে।

সরকারি বাঙলা কলেজ ক্যাম্পাসে জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজ, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ইকোনোমিক্স, ফিল্ম স্টাডিজ, ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স ডিসিপ্লিন চালু করা যাইবে।

(ঘ) **স্কুল অব বিজনেস:** স্কুলটি সরকারি তিতুমীর কলেজ ক্যাম্পাসে পরিচালিত হইবে।

সরকারি তিতুমীর কলেজ ক্যাম্পাসে একাউন্টিং, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, হোটেল এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং এন্ড সেলস, ব্যাংক এন্ড ইন্সুরেন্স ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিন চালু করা যাইবে।

(ঙ) **স্কুল অব ল এন্ড জাস্টিস:** স্কুলটি কবি নজরুল সরকারি কলেজ ক্যাম্পাস ও সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ক্যাম্পাসে পরিচালিত হইবে।

(i) কবি নজরুল সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে ল ডিসিপ্লিন চালু করা যাইবে।

(ii) সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ক্যাম্পাসে ক্রিমিনোলজি ডিসিপ্লিন চালু করা যাইবে।

J. Rahman

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি বিবেচনায় নিয়ে উপযুক্ত ডিসিপ্লিন চালু করিতে পারিবে।

(২) (ক) ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজসমূহের বিরাজমান পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, অবকাঠামো ও অন্যান্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

(খ) কলেজের ভৌত অবকাঠামোর যৌথ ব্যবহার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সেবা কর্মীর যৌথ ব্যবহার এবং পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সেবা সংক্রান্ত ব্যয়সহ বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ) চুক্তির ভিত্তিতে যৌথ ব্যবহার ও অংশীদারিত্ব নির্ধারিত হইবে। কমিশন এই চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৭। **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্বীকৃত শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় বা উহার স্কুল দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং পরীক্ষাগার বা কর্মশিবিরের সকল কর্মকান্ড ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত কারিকুলাম এই অধ্যাদেশ ও সংবিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি হাইব্রিড পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ৩৫%-৪০% ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এবং সকল পরীক্ষা সশরীরে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি ইন্টারডিসিপ্লিনারি হইবে, কোনো একটি স্কুলের স্নাতক পর্যায়ের প্রথম চারটি সেমিস্টারে সাধারণ বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করিবে; পরবর্তী চারটি সেমিস্টারের বিষয়সমূহ ডিসিপ্লিন ভিত্তিক হইবে।

(৫) স্নাতক পর্যায়ের কোন শিক্ষার্থীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রথম চারটি সেমিস্টার সমাপান্তে শর্তপূরণ সাপেক্ষে শুধু নিজ ক্যাম্পাসেই ডিসিপ্লিন পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া যাইবে।

৮। **কমিশনের দায়িত্ব।-** (১) কমিশন এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও গুণগতমান নিশ্চিতকরণের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও উহার ভবন, গ্রন্থাগার, গবেষণার যন্ত্রপাতি বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষাদান ও অন্যান্য যেকোনো কার্যক্রম পরিদর্শন করাইতে পারিবে।

(২) কমিশন উল্লিখিত উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য প্রত্যেক পরিদর্শন বা মূল্যায়নের অভিপ্রায় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্বেই অবহিত করিবে।

(৩) কমিশন অনুরূপ পরিদর্শন বা মূল্যায়ন সম্পর্কে উহার অভিমত অবহিত করিয়া তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশনা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন অনতিবিলম্বে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত রেজিস্টার ও নথিপত্র সংরক্ষণ করিবে এবং কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য, পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন কমিশনে সরবরাহ করিবে।

(৫) প্রাপ্ত তথ্য, পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, মতামত বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত পরামর্শ, মতামত বা নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনতিবিলম্বে কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৬) কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নিরূপণ করিবে এবং উহার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৭) কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ও অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সুপারিশসহ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৮) সরকার বা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত কোনো প্রতিবেদন বা অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অথবা যৌক্তিক কোনো কারণে কমিশনের নিকট আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইলে, যেকোনো সময় নোটিশ প্রদান করিয়া বা নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে কমিশন উহার কোনো কর্মচারী কিংবা উহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা, আকস্মিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শিক্ষক ও কর্মচারীর বিষয়ে এবং স্কুল, ডিসিপ্লিন পরিদর্শন ও তদন্ত করিতে পারিবে।

(৯) কমিশন বা উহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (৮) এর অধীন পরিদর্শন ও তদন্তক্রমে কমিশনের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং কমিশন উহার কপি প্রযোজ্যতা অনুসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(১০) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৯) এর অধীন প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(১১) কমিশন উপ-ধারা ৮, ৯ ও ১০ অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনে সরকারকে অবহিত করিবে এবং তদন্ত প্রতিবেদন সরকার বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

৯। **বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী।- (১)** বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মচারী থাকিবে, যথা:-

(ক) উপাচার্য;
(খ) উপ-উপাচার্য;
(গ) ট্রেজারার;
(ঘ) হেড অব স্কুল;
(ঙ) ডিসিপ্লিন কোর্ডিনেটর;

(চ) রেজিস্ট্রার;
(ছ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;
(জ) গ্রন্থাগারিক;
(ঝ) প্রক্টর;
(ঞ) সহকারী প্রক্টর;
(ট) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব);
(ঠ) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন);
(ড) প্রধান চিকিৎসক;
(ঢ) সংবিধি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য কর্মচারী।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি একাডেমিক ক্যাম্পাসের জন্য দুইজন করে সহকারি প্রক্টর থাকিবেন যার মধ্যে একজন পুরুষ শিক্ষক এবং একজন নারী শিক্ষক এই দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। **আচার্য**।- (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হইবেন এবং তিনি একাডেমিক ডিগ্রি ও সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, আচার্য অভিপ্রায় পোষণ করিলে, কোনো সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার জন্য কোনো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের প্রতিটি প্রস্তাবে আচার্যের অনুমোদন থাকিতে হইবে।

(৩) আচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো ঘটনার তদন্ত করাইতে পারিবেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন আচার্যের নিকট হইতে সিন্ডিকেটে পাঠানো হইলে সিন্ডিকেট অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আচার্যের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) আচার্যের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হইবার মত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে, তাহা হইলে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখিবার স্বার্থে প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আদেশ ও নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে এবং উপাচার্য উক্ত আদেশ বা নির্দেশ কার্যকর করিবেন।

১১। **উপাচার্য নিয়োগ**।- (১) আচার্য, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, কমিশন কর্তৃক গঠিত সার্চ কমিটির সুপারিশকৃত তালিকার মধ্য হইতে স্বনামধন্য একজন অধ্যাপককে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি কোনোক্রমেই ২ (দুই) মেয়াদের অধিক উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আচার্য যেকোনো সময় উপাচার্যের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) মেয়াদ শেষ হইবার কারণে বা অন্য কোনো কারণে উপাচার্য পদটি শূন্য হইলে কিংবা ছুটি বা অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিতির জন্য সাময়িকভাবে শূন্য হইলে কিংবা অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে উপাচার্য তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে বা অপারগতা প্রকাশ করিলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত উপাচার্য কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা উপাচার্য পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত আচার্যের ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত না থাকা সাপেক্ষে উপ-উপাচার্য উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করিবেন, তবে উপ-উপাচার্যের পদ শূন্য থাকিলে ট্রেজারার এবং ট্রেজারারের অবর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম হেড অব স্কুল উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করিবেন।

ব্যাখ্যা: উপধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, হেড অব স্কুল পদে নিয়োগের তারিখের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং নিয়োগের তারিখ একই হইলে জন্ম তারিখের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

১২। **উপাচার্যের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**- (১) উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) উপাচার্য তাঁহার দায়িত্ব পালনে আচার্যের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(৩) উপাচার্য এই অধ্যাদেশ, সংবিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিধির বিধানাবলি বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থিত থাকিতে এবং ইহার কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তিনি উহার সদস্য না হইলে উহাতে কোনো ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৫) উপাচার্য সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বান করিবেন।

(৬) উপাচার্য সিন্ডিকেট, অর্থ কমিটি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল এবং স্কুল কোর্ডিনেশন কমিটির সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন যেকোন দপ্তর বা স্থাপনা বা ক্যাম্পাস পরিদর্শন করিতে ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) উপাচার্য প্রয়োজন মনে করিলে তাঁহার যে কোনো ক্ষমতা ও দায়িত্ব, সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৯) উপাচার্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী সিন্ডিকেটের পূর্বানুমোদনক্রমে এই অধ্যাদেশ ও সংবিধি অনুসারে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

J. Rahman

(১০) সিন্ডিকেটের পূর্বানুমোদনক্রমে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কর্মচারীর বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজে অথবা উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(১১) উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(১২) উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(১৩) উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে এবং উপাচার্যের বিবেচনায় তৎসম্পর্কে তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে তিনি সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং যে কর্তৃপক্ষ সাধারণত বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকারপ্রাপ্ত সেই কর্তৃপক্ষকে, যথাশীঘ্র সম্ভব, তৎকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবেন। এছাড়াও বিষয়টি সিন্ডিকেটের আসন্ন সভায় অবহিত করিতে হইবে।

(১৪) সিন্ডিকেট ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সহিত উপাচার্য একমত না হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখিয়া তাঁহার মতামতসহ সিদ্ধান্তটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে পুনঃবিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(১৫) উপ-ধারা (১৪) এর অধীন পুনঃবিবেচনার পরও যদি উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সহিত উপাচার্য একমত না হন, তাহা হইলে তিনি বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য আচার্যের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সেই বিষয়ে আচার্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ উপাচার্য তত্ত্বাবধান করিবেন।

(১৭) এই অধ্যাদেশ, সংবিধি, বিধিমালা ও প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতাও উপাচার্য প্রয়োগ করিবেন।

১৩। **উপ-উপাচার্য।-** (১) আচার্য, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, কমিশন কর্তৃক গঠিত সার্চ কমিটির সুপারিশকৃত তালিকার মধ্য হইতে স্বনামধন্য একজন অধ্যাপককে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি কোনক্রমেই বা অন্য কোনোভাবে ২ (দুই) মেয়াদের অধিক সময়ের জন্য উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আচার্য যে-কোনো সময় উপ-উপাচার্যের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকিবেন। তিঁনি স্কুল কোর্ডিনেশন কমিটিগুলোর সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৪) উপ-উপাচার্য সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত এবং আচার্য বা উপাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। **ট্রেজারার।-** (১) আচার্য, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, ৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপককে ট্রেজারার নিযুক্ত করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি কোনক্রমেই বা অন্য কোনোভাবে ২ (দুই) মেয়াদের অধিক সময়ের জন্য ট্রেজারার পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আচার্য যেকোনো সময় ট্রেজারারের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) ট্রেজারার বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের সার্বিক তত্ত্বাবধান করিবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে উপাচার্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

(৪) ট্রেজারার, সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ও বিনিয়োগ পরিচালনা করিবেন এবং তিনি বার্ষিক বাজেট ও হিসাব বিবরণী উপস্থাপনের লক্ষ্যে সিন্ডিকেটের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(৫) যে খাতের জন্য অর্থ মঞ্জুর বা বরাদ্দ করা হইয়াছে সেই খাতেই যেন উহা ব্যয় হয় তাহা দেখিবার জন্য ট্রেজারার সিন্ডিকেটের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৬) ট্রেজারার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অর্থ সংক্রান্ত সকল চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন।

(৭) ট্রেজারার সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং উপাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(৮) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে ট্রেজারারের পদ সাময়িকভাবে শূন্য হইলে উপাচার্য অবিলম্বে আচার্যকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং আচার্য ট্রেজারারের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করিবেন, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৯) কোন কারণে ট্রেজারারের পদ শূন্য হলে আচার্য কর্তৃক নতুন ট্রেজারার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উপাচার্য, উপাচার্যের অবর্তমানে উপ-উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যের অবর্তমানে জ্যেষ্ঠতম হেড অব স্কুল ট্রেজারারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫। **রেজিস্ট্রার।-** রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। তিনি-

(ক) উপাচার্য কর্তৃক তাঁহার হেফাজতে ন্যস্ত সকল গোপনীয় প্রতিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল রেকর্ডপত্র, দলিলপত্র ও সাধারণ সিলমোহর ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক তাঁহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবেন;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র আদান প্রদান করিবেন;

(ঘ) সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল এবং উপাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অর্থ সংক্রান্ত চুক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকল চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবেন; এবং

(চ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রার সমস্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

১৬। **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।-** পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা পরিচালনার সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ের দায়িত্বে থাকিবেন এবং সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত ও উপাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। **অন্যান্য কর্মচারীর নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা।-** বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল কর্মচারীর নিয়োগ পদ্ধতি, দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের কোথাও উল্লেখ নাই, সিন্ডিকেট, সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত জনবল-কাঠামো অনুযায়ী সেই সকল কর্মচারীর নিয়োগ পদ্ধতি, দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারণ করিবে।

১৮। **বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ।-** বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষ থাকিবে, যথা:-

(ক) সিন্ডিকেট;
(খ) একাডেমিক কাউন্সিল;
(গ) কমিটি অব স্কুল হেডস্;
(ঘ) স্কুল কোর্ডিনেশন কমিটি;
(ঙ) স্কুল;
(চ) অর্থ কমিটি;
(ছ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি;
(জ) সিলেকশন বোর্ড;
(ঝ) শৃঙ্খলা কমিটি; এবং
(ঞ) সংবিধি অনুসারে গঠিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

১৯। **সিন্ডিকেট।-** (১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে সিন্ডিকেট গঠিত হইবে, যথা: -

(ক) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-উপাচার্য;
(গ) ট্রেজারার;
(ঘ) আচার্য কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিশিষ্ট অধ্যাপক;
(ঙ) আচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি;
(চ) কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;
(জ) সকল হেড অব স্কুল;
(ঝ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে একজন অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক, তবে শর্ত থাকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক না থাকিলে সহযোগী অধ্যাপককে মনোনীত করা যাইবে;

(২) রেজিস্ট্রার, সিন্ডিকেটের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ প্রত্যেকে তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি তাঁহার পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) সিন্ডিকেটের কোনো সদস্য পদত্যাগ করিতে চাহিলে যে কোনো সময় সিন্ডিকেটের সভাপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) সিন্ডিকেটের কোনো সদস্য যে মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠান হইতে মনোনীত হইয়াছিলেন তিনি যদি সেই মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানে না থাকেন, তাহা হইলে তিনি সিন্ডিকেটের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

২০। **সিন্ডিকেটের সভা।-** (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, সিন্ডিকেট উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সিন্ডিকেটের সভা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উপাচার্য কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে হইবে। তবে প্রয়োজনে উক্ত সভা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া সম্পন্ন করা যাইবে।
(৩) অন্যূন তিনমাসে সিন্ডিকেটের একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
(৪) উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে যে কোনো সময় সিন্ডিকেটের বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।
(৫) উপাচার্য সিন্ডিকেট সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২১। **সিন্ডিকেটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।-** এই অধ্যাদেশ ও কমিশন আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সিন্ডিকেট-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হইবে এবং উপাচার্যের উপর অর্পিত ক্ষমতা

সম্পর্কিত বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলি এবং সম্পত্তির উপর সিন্ডিকেটের সাধারণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা থাকিবে এবং সিন্ডিকেট এই অধ্যাদেশ, সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা তদ্‌প্রতি লক্ষ্য রাখিবে;

(খ) সংবিধি প্রণয়ন বা সংশোধনপূর্বক আচার্যের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করিবে;

(গ) বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক হিসাব ও বার্ষিক সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রস্তাব বিবেচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(ঘ) বার্ষিক বাজেট অধিবেশন আহবান এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ বাজেট অনুমোদন করিবে;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি অর্জন ও তহবিল সংগ্রহ এবং উহা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবে;

(চ) অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ কমিটির পরামর্শ বিবেচনা করিবে;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সিলমোহরের আকার নির্ধারণ এবং উহার হেফাজতের ব্যবস্থা ও ব্যবহার পদ্ধতি নিরূপণ করিবে;

(জ) সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক চাহিদার পূর্ণ বিবরণ প্রতি বৎসর কমিশনে পেশ করিবে এবং পূর্ববর্তী বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উৎস তথা কমিশন-বহির্ভূত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদের বিবরণ প্রদান করিবে;

(ঝ) বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত যে কোনো তহবিল পরিচালনা করিবে;

(ঞ) এই অধ্যাদেশ বা সংবিধিতে অন্য কোনো বিধান না থাকিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ এবং তাহাদের দায়িত্ব ও চাকুরির শর্তাবলি নির্ধারণ করিবে;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে উইল, দান এবং অন্য কোনোভাবে হস্তান্তরকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করিবে;

(ঠ) একাডেমিক বর্ষসূচি অনুযায়ী যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং সর্বোচ্চ দুই মাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে;

(ড) এই অধ্যাদেশ দ্বারা অর্পিত উপাচার্যের ক্ষমতাবলি সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশ, সংবিধি ও বিধিমালা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করিবে;

(ঢ) এই অধ্যাদেশ ও সংবিধি সাপেক্ষে কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিধিমালা প্রণয়ণ করিবে;

(ণ) এই অধ্যাদেশ, সংবিধি এবং বিধিমালার আলোকে প্রবিধানমালা অনুমোদন করিবে;

(ত) একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে ও বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও অন্যান্য শিক্ষক এবং গবেষক ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি, বিলোপ বা সাময়িকভাবে স্থগিত করিবে;

(থ) সংবিধি অনুসারে ও একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে নূতন স্কুল ও ডিসিপ্লিন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করিবে;

(দ) সংবিধি অনুসারে ও একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী কোনো স্কুল, ডিসিপ্লিন বিলোপ করিতে বা সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে;

(ধ) সংবিধি অনুসারে ও একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী কোনো খ্যাতিমান গবেষক বা শিক্ষাবিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে;

(ন) বিধিমালা ও প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে এবং উপাচার্যের সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে উহার ক্ষমতা কোনো নির্ধারিত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে;

(প) একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে নূতন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রাগ্রসর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, আন্তঃবিভাগীয় ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক নূতন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালু বা বন্ধ করিতে এবং পুরাতন কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে;

(ফ) উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর দায়িত্ব ও চাকুরির শর্তাবলি নির্ধারণ এবং তাহাদের কোনো পদ স্থায়ীভাবে শূন্য হইলে অধ্যাদেশ ও সংবিধি অনুযায়ী সেই পদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ব) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক অথবা খ্যাতিমান ব্যক্তিকে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ অবদানের জন্য মেধা ও মনীষার স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে;

(ভ) কমিশন হইতে প্রাপ্ত মঞ্জুরি ও নিজস্ব উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন করিবে;

(ম) সাধারণ বা বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত সকল তহবিল পরিচালনা করিবে;

J. Rahman

(য) এই অধ্যাদেশ ও সংবিধি দ্বারা তৎপ্রতি অর্পিত বা আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে।

২২। **একাডেমিক কাউন্সিল।**- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতি হইবেন;
(খ) উপ-উপাচার্য;
(গ) সকল হেড অব স্কুল;
(ঘ) সকল ডিসিপ্লিন কোর্ডিনেটর;
(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের চার স্কুল হইতে চারজন অধ্যাপক/ চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপক যাহারা উপাচার্য কর্তৃক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মনোনীত হইবেন তবে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক না থাকিলে উপাচার্য কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক অন্যান্য পর্যায়ের শিক্ষক (সহকারি অধ্যাপকের নিম্নে নহে) জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মনোনীত হইবেন।

(২) রেজিস্ট্রার, একাডেমিক কাউন্সিলের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) একাডেমিক কাউন্সিলের মনোনীত কোনো সদস্য ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মনোনীত সদস্য যে কোনো সময় একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

২৩। **একাডেমিক কাউন্সিলের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**- (১) একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা বিষয়ক কর্তৃপক্ষ হইবে এবং এই অধ্যাদেশ, সংবিধি ও বিধিমালা সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল একাডেমিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, একাডেমিক বর্ষসূচি ও তৎসম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা বা মূল্যায়নের মান নির্ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবে এবং এই সকল বিষয়ের উপর উহার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতা থাকিবে।

(২) একাডেমিক কাউন্সিল এই অধ্যাদেশ, কমিশন আদেশ, সংবিধির বিধানাবলী এবং উপাচার্য ও সিন্ডিকেটের ক্ষমতা সাপেক্ষে, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান, গবেষণা ও পরীক্ষা বা মূল্যায়নের সঠিক মান নির্ধারণের জন্য প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সামগ্রিক ক্ষমতার আওতায় একাডেমিক কাউন্সিলের নিম্নরূপ ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :-

(ক) দেশের আর্থ সামাজিক ও আন্তর্জাতিক চাহিদার সহিত সংগতি রাখিয়া, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি কোর্স চালুর বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করা;
(খ) সার্বিকভাবে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ দান করা;
(গ) শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়নের জন্য সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ পেশ করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে গবেষণা প্রতিবেদন তলব করা এবং তৎসম্পর্কে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করা;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিন ও পাঠ্যক্রম কমিটি গঠনের জন্য সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ পেশ করা;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও গবেষণার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ করা;

(ছ) সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে ও স্কুলের সুপারিশক্রমে সকল পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের পাঠ্যসূচি, পাঠ্যক্রম, পঠন ও গবেষণার সীমারেখা নির্ধারণ করা:

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) একাডেমিক কাউন্সিল কেবল স্কুলের সুপারিশমালা গ্রহণ, পরিমার্জন, অগ্রাহ্য বা ফেরত প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের জন্য স্কুলের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিবে; এবং

(আ) স্কুল কর্তৃক গৃহীত ডিসিপ্লিন ভিত্তিক পাঠ্যক্রম কমিটির কোনো সিদ্ধান্তের সহিত একাডেমিক কাউন্সিল একমত না হইলে বিষয়টি সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে;

(জ) এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রির জন্য কোনো প্রার্থী থিসিস দাখিল করিলে সংবিধি, যদি থাকে, অনুসারে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করা;

(ঝ) প্রয়োজনবোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সহিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সমতা বিধান করা;

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে নূতন কোনো উন্নয়ন প্রস্তাবের উপর সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান করা;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণয়ন এবং গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঠ) নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং কোনো স্কুল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও নতুন বিষয় প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব সিন্ডিকেটের বিবেচনার জন্য পেশ করা;

(ড) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও অন্যান্য শিক্ষক বা গবেষকের পদ সৃষ্টি, বিলোপ বা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব বিবেচনা করা এবং তৎসম্পর্কে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করা;

(ঢ) ডিগ্রি, বৃত্তি, ফেলোশিপ, স্কলারশিপ, স্টাইপেন্ড, পুরস্কার, পদক, ইত্যাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাহা প্রদানের জন্য সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করা;

(ণ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট প্রস্তাব পেশ, এবং প্রশিক্ষণ ও ফেলোশিপ প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ত) সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের সুপারিশক্রমে কোর্স বা কারিকুলাম ও সিলেবাস নির্ধারণ, প্রত্যেক কোর্সের জন্য পরীক্ষক প্যানেল অনুমোদন, গবেষণা ডিগ্রির জন্য গবেষণার প্রতিটি বিষয়ের প্রস্তাব অনুমোদন এবং এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পরীক্ষক নিয়োগ করা;

(থ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুল ও ডিসিপ্লিনের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও তাহা সংরক্ষণ করিবার লক্ষ্যে প্রবিধানমালা প্রণয়ন এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসূত্র স্থাপন বা যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; এবং

(দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ভর্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি নির্ধারণ এবং এতদুদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ বা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

(৪) একাডেমিক কাউন্সিল সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

২৪। **স্কুল**।- (১) বিশ্ববিদ্যালয়, এই অধ্যাদেশ, সংবিধি এবং বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া কমিশনের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে অধ্যাদেশে উল্লিখিত স্কুলসমূহ পর্যায়ক্রমে চালু করিতে পারিবে।

(২) একাডেমিক কাউন্সিলের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, প্রত্যেক স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ও সংবিধির বিধান দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বে থাকিবে।

(৩) স্কুলের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) প্রত্যেক স্কুলের একজন করিয়া হেড অব স্কুল থাকিবেন এবং তিনি উপ-উপাচার্যের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকিয়া স্কুল সম্পর্কিত এই অধ্যাদেশ, সংবিধি ও বিধিমালা অনুসারে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৫) উপাচার্য সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে প্রত্যেক স্কুলের জন্য উহার বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের অধ্যাপকদের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে আবর্তনক্রমে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য হেড অব স্কুল নিযুক্ত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) কোনো হেড অব স্কুল পর পর ২ (দুই) মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন না;

(খ) সংশ্লিষ্ট স্কুলের অধীন কোনো ডিসিপ্লিনে কোনো অধ্যাপক না থাকিলে সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উপ-উপাচার্যের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য একজনকে হেড অব স্কুল হিসেবে নিযুক্ত করিবেন;

(গ) একাধিক ডিসিপ্লিনে সমজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক অথবা সহযোগী অধ্যাপক থাকিলে, সেই ক্ষেত্রে তাহাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীকালের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে এবং চাকুরীকালও এক হইলে জন্ম তারিখের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(৬) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে হেড অব স্কুলের পদ শূন্য হইলে উপ-উপাচার্যের সুপারিশের ভিত্তিতে উপাচার্য উপধারা ৫ অনুযায়ী হেড অব স্কুল পদের দায়িত্ব পালনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষা সম্পর্কিত যে কোনো কমিটির যে কোনো সভায় হেড অব স্কুলগণ উপস্থিত থাকিতে এবং সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তিনি উক্ত কমিটির সদস্য না হইলে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

২৫। **ডিসিপ্লিন।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় এমন একটি বিষয়ের সকল শিক্ষকের সমন্বয়ে এক একটি ডিসিপ্লিন গঠিত হইবে৷

(২) প্রত্যেক ডিসিপ্লিন কোর্ডিনেটর, অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে উপ-উপাচার্যের সুপারিশের ভিত্তিতে পালাক্রমে ২ (দুই) বছরের মেয়াদে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন৷

(৩) যদি কোন ডিসিপ্লিনে অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে উপ-উপাচার্য জ্যেষ্ঠতর তিনজন শিক্ষকের মধ্য হইতে পালাক্রমে একজনকে ডিসিপ্লিন কোর্ডিনেটর নিযুক্ত করিবার লক্ষ্যে উপাচার্যের নিকট সুপারিশ করিবেন৷

ব্যাখ্যা।- এই ধারার জন্য পদবী ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং দুই ব্যক্তির পদবী ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকুরীকালের দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে৷ দুই ব্যক্তির পদবী ও পদমর্যাদা এবং চাকুরীকাল একই হইলে জন্ম তারিখের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৪) হেড অব স্কুলের সাধারণ তত্ত্বাবধানে, ডিসিপ্লিন কোর্ডিনেটর ডিসিপ্লিনের অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের কার্যের পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য দায়ী থাকিবেন৷

(৫) একাডেমিক কাউন্সিল, কমিটি অব স্কুল হেডস্ এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, ডিসিপ্লিন কোর্ডিনেটর তাঁহার ডিসিপ্লিনে শিক্ষাদান ও গবেষণা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য হেড অব স্কুলের নিকট দায়ী থাকিবেন৷

২৬। **বিজনেস ইনকিউবেটর।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়োজনবোধে, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তারূপে বিকাশ লাভ করিবার লক্ষ্যে তাহাদের বাস্তবানুগ প্রস্তাবের আলোকে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য উহার অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজনেস ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) বিজনেস ইনকিউবেটরের গঠন, কার্যাবলি ও পরিচালনা সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৭। **বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদান;
(গ) শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত বেতন ও বিভিন্ন ফি;
(ঘ) প্রাক্তন শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(চ) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয়;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য উৎস হইতে আয়;
(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা বা আয়; এবং
(ঞ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ঋণ।

(২) তহবিলের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় জমা রাখা হইবে এবং প্রবিধানমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

**ব্যাখ্যা।-** এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ''তফসিলি ব্যাংক'' অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2 (j) তে সংজ্ঞায়িত কোনো ''Scheduled Bank''।

(৩) তহবিল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনবোধে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয় দেশি-বিদেশি কোনো সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা প্রাক্তন শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের অর্থ দ্বারা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করিতে পারিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ফান্ড পরিচালনা করিতে হইবে।

২৮। **বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যয় ও শিক্ষার্থীদের বেতনাদি।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের (মূলধন ব্যয় ব্যতিরেকে) নিরিখে শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে বার্ষিক আদায়যোগ্য বেতন, ফি, পরিশোধ পদ্ধতি ও শিক্ষা বৃত্তি প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) সেমিস্টার অনুযায়ী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাসিক ভিত্তিতে) নির্ধারিত বেতন ও ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

২৯। **অর্থ কমিটি।-** (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে অর্থ কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতি হইবেন;
(খ) উপ-উপাচার্য;
(গ) ট্রেজারার;
(ঘ) উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন হেড অব স্কুল;
(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন সিন্ডিকেট সদস্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;
(চ) রেজিস্ট্রার;
(ছ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
(জ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত এই আইনের ৯ ধারায় উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী;

(ঞ) কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(ট) পরিচালক ( অর্থ ও হিসাব), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) অর্থ কমিটির মনোনীত কোনো সদস্য তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহার মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি তাঁহার পদে বহাল থাকিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, মনোনীত কোনো সদস্য যে কোনো সময় সভাপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) অর্থ কমিটির কোনো মনোনীত সদস্য তাঁহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি যে মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠান হইতে তিনি মনোনীত হইয়াছিলেন সেই মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানে যদি তিনি না থাকেন, তাহা হইলে তিনি অর্থ কমিটির পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

৩০। **অর্থ কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব।-** অর্থ কমিটি-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত কার্য তত্ত্বাবধান করিবে;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ, তহবিল, সম্পদ ও হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান করিবে;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট বিবেচনা করিবে এবং এতৎসম্পর্কে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান করিবে; এবং

(ঘ) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত সিন্ডিকেট বা উপাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৩১। **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতি হইবেন;

(খ) উপ-উপাচার্য;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) প্রত্যেক হেড অব স্কুল;

(ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক;

(চ) কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিরত নহেন এইরূপ দুইজন ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে একজন পুর প্রকৌশলী এবং একজন স্থপতি;

(জ) রেজিস্ট্রার;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী; এবং

(ঞ) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির মনোনীত কোনো সদস্য তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:
শর্ত থাকে যে, মনোনীত কোনো সদস্য যে কোনো সময় সভাপতি বরাবর তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় করিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন করিবে।

৩২। **সিলেকশন বোর্ড।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশের জন্য পৃথক পৃথক সিলেকশন বোর্ড থাকিবে।

(২) সিলেকশন বোর্ডের কার্যাবলি সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) সিলেকশন বোর্ডের সুপারিশ সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৪) সিলেকশন বোর্ডের সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট একমত না হইলে বিষয়টি কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সিলেকশন বোর্ড নিম্নরূপ হইবে;
(ক) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতি হইবেন। তবে উপচার্যের পদ শূন্য থাকিলে উপ-উপাচার্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন;
(খ) উপ-উপাচার্য;
(গ) আচার্য কতৃক মনোনীত দুইজন সংশ্লিষ্ট পিএইচডিধারী বিশেষজ্ঞ সদস্য যাঁহারা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে কর্মরত নহেন;
(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিন কোর্ডিনেটর সদস্য যিনি অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন।

(৬) দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিলেকশন বোর্ড নিম্নরূপ হইবে;
(ক) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতি হইবেন। তবে উপচার্যের পদ শূন্য থাকিলে উপ-উপাচার্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন;
(খ) ট্রেজারার;
(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন হেড অব স্কুল;



J. Rahman

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং
(ঙ) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য সচিব হইবেন।

(৭) ১১তম হইতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিলেকশন বোর্ড নিম্নরূপ হইবে;

(ক) উপ-উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতি হইবেন। তবে উপ-উপচার্যের পদ শূন্য থাকিলে ট্রেজারার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন;
(খ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন হেড অব স্কুল;
(গ) সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিন কোর্ডিনেটর/দপ্তর প্রধান;
(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
(ঙ) উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি বা বিশেষজ্ঞ সদস্য; এবং
(চ) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য সচিব হইবেন।

৩৩। **বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।-** বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৪। **শৃঙ্খলা কমিটি।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শৃঙ্খলা কমিটি থাকিবে।

(২) শৃঙ্খলা কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৫। **অভিযোগ প্রতিকার কমিটি।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অভিযোগ প্রতিকার কমিটি থাকিবে।

(২) অভিযোগ প্রতিকার কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৬। **সভার কোরাম।-** অন্য কোনোভাবে কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হইলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যের উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই বিষয়ে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

৩৭। **সংবিধি।- (১)** এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, সংবিধি দ্বারা নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে**,** যথা**:-**

(ক) উপাচার্যের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ;
(খ) উপ-উপাচার্যের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ;
(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবস্থাপনা, সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ, বিলোপ সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিধান নির্ধারণ;
(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীগণের পদবি ও কর্মের পদমর্যাদা, ক্ষমতা, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, পদোন্নয়ন ও অব্যাহতি সংক্রান্ত পদ্ধতি নির্ধারণ;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর কল্যাণার্থে অবসরভাতা, যৌথবিমা, কল্যাণ তহবিল ও ভবিষ্য তহবিল গঠন;

(ছ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্মানে চেয়ার (অধ্যাপক পদ) প্রবর্তন;

(জ) সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান;

(ঝ) শিক্ষা লাভের জন্য ফেলোশিপ, স্কলারশিপ, পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন;

(ঞ) গবেষণা কার্যক্রমের বিষয় ও ধরণ নির্ধারণ;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্ধারণ;

(ঠ) শিক্ষক ও গবেষকের পদ সৃষ্টি, বিলোপ বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ সংক্রান্ত বিধান নির্ধারণ;

(ড) বিভিন্ন কমিটির গঠন ও কার্যাবলি নির্ধারণ;

(ঢ) এই অধ্যাদেশের অধীন সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে বা হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ।

(২) সিন্ডিকেটের সুপারিশ সাপেক্ষে আচার্যের অনুমোদনক্রমে সংবিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাতিল করা যাইবে।

৩৮। **বিধিমালা প্রণয়ন।-** (১) এই অধ্যাদেশ ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং ডিগ্রি পাইবার যোগ্যতার শর্তাবলি নির্ধারণ;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা ও মূল্যায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঘ) শিক্ষা লাভের জন্য ফেলোশিপ, স্কলারশিপ, অ্যাসিসট্যান্টশিপ, সম্মানসূচক ডিগ্রি, পদক এবং পুরস্কার প্রদানের শর্তাবলি;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আচরণ ও শৃঙ্খলা;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ফি নির্ধারণ;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও তাহাদের তালিকাভুক্তি;

(জ) শিক্ষাদান কার্যক্রম, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, কর্মশালা, শিল্প প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি, শিক্ষা সফর ও ইন্টার্নশিপ পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কমিটি গঠন;

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল গঠনসহ উহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ; এবং

(ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ।

(২) একাডেমিক কাউন্সিলের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটের সুপারিশ সাপেক্ষে কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও বাতিল করা যাইবে।

৩৯। **প্রবিধানমালা প্রণয়ন।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে এই অধ্যাদেশ, সংবিধি ও বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) উহাদের স্ব স্ব সভায় অনুসরণীয় কার্যবিধি প্রণয়ন;

(খ) এই অধ্যাদেশ, সংবিধি বা বিধিমালা অনুসারে প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারণযোগ্য সকল বিষয় সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন;

(গ) শিখন সহকারিদের দায়িত্ব ও আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট, তবে এই অধ্যাদেশ, সংবিধি বা বিধিমালায় বিধৃত হয় নাই এইরূপ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার সভার তারিখ এবং সভার বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে উহার সদস্যগণকে নোটিশ প্রদান এবং সভার কার্যবিবরণীর রেকর্ড সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিবে।

(৩) সিন্ডিকেট এই ধারার অধীন প্রণীত কোনো প্রবিধানমালা তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশোধন বা বাতিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৩) এর নির্দেশে সন্তুষ্ট না হইলে বিষয়টি সম্পর্কে কমিশনের নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং আপিলে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪০। **বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ভর্তি।-** (১) এই অধ্যাদেশ ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ভর্তি একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত ভর্তি কমিটি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবে;

(২) কোনো শিক্ষার্থী বাংলাদেশের অনুমোদিত কোনো শিক্ষা বোর্ড বা সমমানের সংস্থার অধীন কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া থাকিলে কিংবা বিদেশের অনুমোদিত ও স্বীকৃত কোনো শিক্ষা বোর্ড, সংস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধীন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া থাকিলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা তাঁহার না থাকিলে উক্ত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কোর্সের কোনো পাঠ্যক্রমে ভর্তির যোগ্য হইবে না;

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৪) কোনো পাঠ্যক্রমে ডিগ্রির জন্য ভর্তির উদ্দেশ্যে বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রিকে তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোনো ডিগ্রির সমমানের বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে অথবা স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যতীত অন্য কোনো পরীক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সমমানসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে;

(৫) ভর্তির সময় প্রদত্ত অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে কোনো শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হইলে এবং পরবর্তীতে উহা প্রমাণিত হইলে তাঁহার ভর্তি বাতিলযোগ্য হইবে।

৪১। **পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি।-** (১) উপ-উপাচার্যের সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিয়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ, সংবিধি ও বিধিমালার আলোকে পরীক্ষা পরিচালনা ও মূল্যায়নের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) একাডেমিক কাউন্সিল প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরীক্ষা কমিটি গঠন করিবে এবং উহাদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কোনো পরীক্ষার বিষয়ে কোনো পরীক্ষক কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে বা অপারগতা প্রকাশ করিলে উপ-উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে তাঁহার স্থলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্য একজন পরীক্ষককে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে।

৪২। **চাকুরির শর্তাবলি।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বেতনভোগী শিক্ষক ও কর্মচারী লিখিত চুক্তির ভিত্তিতে, সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোন নির্দিষ্ট বেতনস্কেলের বিপরীতে নিযুক্ত হইবেন এবং চুক্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের হেফাজতে তাঁহার কার্যালয়ে গচ্ছিত থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারীকে উহার একটি অনুলিপি প্রদান করা হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও কর্মচারী সর্বদা সততা, সময়ানুবর্তিতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত কর্তব্য পালন করিবেন এবং দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষ থাকিবেন।

(৩) নিয়োগের শর্তাবলিতে স্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক শিক্ষক ও কর্মচারীরূপে গণ্য হইবেন।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের বা রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো কার্যকলাপের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক ও কর্মচারী নিজেকে জড়িত করিবেন না।

(৫) কোনো শিক্ষক ও কর্মচারীর রাজনৈতিক মতামত পোষণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া তাঁহার চাকুরির শর্তাবলি নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে তিনি তাঁহার উক্ত মতামত প্রচার করিতে পারিবেন না বা তিনি নিজকে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সহিত জড়িত করিতে পারিবেন না।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বেতনভোগী শিক্ষক ও কর্মচারী সংসদ সদস্য হিসাবে অথবা স্থানীয় সরকারের কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি হইতে ইস্তফা দিতে হইবে।

(৭) প্রশাসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও রেজিস্ট্রার স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরী হয় এমন কোন অভ্যন্তরীণ সংগঠন/সমিতি/পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বেতনভোগী শিক্ষক ও কর্মচারীকে তাঁহার কর্তব্যে অবহেলা, অসদাচরণ, নৈতিক স্খলন বা অদক্ষতার কারণে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বা তৎপরবর্তী সংশোধনী প্রযোজ্য হইবে।

(৯) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের চাকুরির শর্তাবলি, তাহাদের নাগরিক ও অন্যান্য অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৩। **বার্ষিক প্রতিবেদন।-** বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন সিন্ডিকেটের নির্দেশনা অনুসারে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং পরবর্তী শিক্ষা বৎসর আরম্ভ হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বা তৎপূর্বে উহা কমিশনের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৪৪। **হিসাব ও নিরীক্ষা।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক হিসাব ও আর্থিক বিবরণী সিন্ডিকেটের নির্দেশনা অনুসারে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত বার্ষিক হিসাব ও আর্থিক বিবরণী বাংলাদেশের মহা হিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইতে হইবে।

(৩) বার্ষিক হিসাব, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপিসহ, কমিশনের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৪৫। **কর্তৃপক্ষের সদস্য হইবার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।-** কোনো ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) অপ্রকৃতিস্থ বা অন্য কোনো অসুস্থতাজনিত কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;
(খ) দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন; এবং
(গ) রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ বা আর্থিক কেলেংকারি বা যৌন নিপীড়ন বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় বর্ণিত বিষয়ে সংশয় বা বিরোধের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই ধারা অনুযায়ী অযোগ্য কিনা তাহা আচার্য সাব্যস্ত করিবেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৪৬। **বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা গঠন সম্পর্কে বিরোধ।-** এই অধ্যাদেশ, সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা বা প্রবিধানমালাতে এতদসম্পর্কিত বিধানের অবর্তমানে, কোনো ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো সংস্থার সদস্য হইবার অধিকার সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, উহা সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং সিন্ডিকেট উহা নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে আচার্যের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এই বিষয়ে আচার্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৭। **কমিটি গঠন।-** এই অধ্যাদেশ বা সংবিধি দ্বারা কোনো কর্তৃপক্ষকে কমিটি গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হইলে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া কোনো কমিটি গঠন করিলে, উহার গঠনের আইনগত বৈধতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৮। **আকস্মিকভাবে শূন্য হওয়া পদ পূরণ।-** বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্তৃপক্ষ পদাধিকার বলে সদস্য নহেন এমন কোনো সদস্যের পদে আকস্মিক শূন্যতা সৃষ্টি হইলে যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সদস্যকে নিযুক্ত, নির্বাচিত বা মনোনীত করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিবেন এবং যে ব্যক্তি এই প্রকার শূন্য পদে নিযুক্ত, নির্বাচিত বা মনোনীত হইবেন সেই ব্যক্তি যাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন, তাহার অসমাপ্ত কার্যকালের জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সদস্য পদে বহাল থাকিবেন।

৪৯। **বিতর্কিত বিষয়ে আচার্যের সিদ্ধান্ত।-** এই অধ্যাদেশ বা সংবিধিতে বিধৃত হয় নাই এইরূপ কোনো বিষয়ে বা চুক্তি সম্পর্কে বিতর্ক বা বিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং সিন্ডিকেট নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে উহা নিষ্পত্তির জন্য আচার্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে আচার্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫০। **অবসরভাতা ও ভবিষ্য তহবিল।-** সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্তাবলি সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক ও কর্মচারীদের কল্যাণার্থে প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া অবসর ভাতা, যৌথবিমা তহবিল, কল্যাণ তহবিল বা ভবিষ্য তহবিল গঠন অথবা আনুতোষিক বা পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৫১। **সংবিধিবদ্ধ মঞ্জুরি।-** এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদার নিরিখে কমিশন যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেই পরিমাণ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাদ্দ প্রদান করিবে।

৫২। **অধ্যাদেশ কার্যকরের পূর্বের সিদ্ধান্ত ও কর্ম।-** (ক) এই অধ্যাদেশ অনুমোদনের পূর্বে সাত কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষা কাঠামো এবং অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার সাময়িক ব্যবস্থার অপারেশন ম্যানুয়াল অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কর্মসমূহ এমনভাবে কার্যকর হইবে যে, গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কর্মসমূহ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে করা হইয়াছে।

(খ) ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষা কাঠামো ও কারিকুলামে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হইতে সনদ অনুমোদনের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সনদপ্রাপ্ত হইবে।

৫৩। **অসুবিধা দূরীকরণ।-**বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অথবা উহার কোনো কর্তৃপক্ষের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষসমূহ গঠিত হইবার পূর্বে যে কোনো সময়ে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সমীচীন বা প্রয়োজনীয় বলিয়া আচার্যের নিকট প্রতীয়মান হইলে তিনি, আদেশ দ্বারা, এই অধ্যাদেশ ও সংবিধির

সঙ্গে, যতদূর সম্ভব, সংগতি রক্ষা করিয়া যে কোনো পদে নিয়োগ দান বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই প্রকার প্রত্যেকটি আদেশ এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উক্ত নিয়োগদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে করা হইয়াছে।

৫৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি।-** (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

Hasina Parveen
22.09.2025
হাছিনা পারভীন
সিনিয়র সহকারী পরিচালক,
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ইউজিসি
ও
কমিটির সদস্য-সচিব।

22.09.2025
মো: জামাল উদ্দিন
উপপরিচালক, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ইউজিসি
ও
কমিটির সদস্য।

22.9.25
মাফরোজা পারভীন
যুগ্ম-সচিব (লিগ্যাল), (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ), ইউজিসি
ও
কমিটির সদস্য ।

J. Rehman
22/09/2025
মোহাম্মদ জামিনুর রহমান
পরিচালক, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ইউজিসি
ও
কমিটির সদস্য।

(মতামত সংযুক্ত)
ব্যারিস্টার মাহদীন চৌধুরী
আডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ
(শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)
ও
কমিটির সদস্য।

22.09.25
প্রফেসর মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, পিএইচডি
সদস্য, ইউজিসি
ও
কমিটির আহবায়ক।

Gmail

Hasina Parveen <parveenhasina08@gmail.com>

# ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২য় খসড়া)

2 messages

**Hasina Parveen** <parveenhasina08@gmail.com> 9 September 2025 at 12:30
To: mahdinchoudhury@gmail.com

Assalamu alaikum Sir

Pls see the attached file.

Hasina Parveen
Senior Assistant Director
Public University Management Division.
UGC.

**ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২য় খসড়া) ২.docx**
112K

**Mahdin Choudhury** <mahdinchoudhury@gmail.com> 13 September 2025 at 19:55
To: Hasina Parveen <parveenhasina08@gmail.com>

Dear Ms. Hasina,

I have perused the draft and could not find anything irrelevant.

Regards.

Mahdin Choudhury
Barrister-at-Law, Lincoln's Inn
Advocate, Supreme Court of Bangladesh
Partner, Eden Chambers
Holding No. 28/A, Segunbagicha (3rd Floor), Dhaka- 1000, Bangladesh
Telephone: +88 02 8391848
Cell: +88 01715644460
edenchambers.net
mahdinchoudhury@gmail.com, chambers@edenchambers.net

[Quoted text hidden]